প্রথম প্রকাশ :
দোল পূর্ণিমা, ২৭ ফাল্গুন, ১৩৫৭

প্রচ্ছদ :
শ্রীকিরণময় ঘোষ
অ্যাডার্টস অ্যাডভার্টাইজিং
১৬ ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

প্রকাশক :
শ্রীযোগজীবন চক্রবর্তী
গ্রন্থালয় (প্রাঃ) লিমিটেডের পক্ষে

মুদ্রক :
নিরুপমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
৩।১, নফর কোলে রোড
কলিকাতা-১৫

ভঙ্গুর

তাজা মানুষের খুনে
পান্নার মত সবুজ ঘাস আর
পিচ্‌ঢালা পথের দীর্ঘ সীমন্ত
রঞ্জিত হ'ল হোলির রক্তরাগে ।
আর্ত মানুষের অসহায় কান্না
খান্‌ খান্‌ হ'য়ে ভেঙে প'ড়লো
দিকে দিকে—ঘরে ঘরে—
রোজ, প্রতিদিন—দুবেলা ।
সকালের সূর্য ম্লান হ'ল,
রাতের তারা চোখ মুছলো নীরবে ।
আমাদের মনুষ্যত্ব বোধ আশ্রয় খুঁজলো
আত্মগোপনের অন্ধকারে ;
মুষ্টিমেয় কয়েকটি বছরের জন্য
বিবেক বিক্রীত হ'ল ভয়ের কারাগারে ।
ঘুণধরা চরিত্রের ভঙ্গুর কাঠামো নিয়ে
আমরা আজ গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছি
নিশ্চিত ধ্বংসের করাল গহ্বরে ।

অভিশাপ

দেশে চ'লেছে মাৎস্যন্যায় ;
একে কেউ ব'লছেন যুগ যন্ত্রণা
কেউ বা বিপ্লবের তূর্য নিনাদ শুনতে পাচ্ছেন
বোমাবাজীতে, লুণ্ঠনে আর নরহত্যায়।
পথে ঘাটে অলিতেগলিতে
ভয়ের বাদুড় উড়ছে অন্ধ হ'য়ে।
মাতৃক্রোড়ে সদ্যজাত শিশুর ভাগ্যে
নেমে আসছে আশ্রয়হীনতার
নির্মম অভিশাপ।
গোধূলি আলোয় আরক্ত সীমন্ত কাঁপছে
শুভ্র প্রভাতের অকরুণ আশঙ্কায়।
হিংসাদানব তার গলিতকুষ্ঠ নগ্ন দেহে
ধর্ষণ ক'রে চ'লেছে চিরবাঞ্ছিত
জ্ঞান প্রেম ও ক্ষমাকে,
সাম্য মৈত্রী তাই লজ্জায় বিলীন।
স্বৈরিণী রাজনীতির বাহুপাশে আবদ্ধ
ভ্রষ্ট আদর্শ আজ মদিরাচ্ছন্ন,
সিফিলিসের বিষে জর্জর।

রক্তপদ্ম

ধোঁয়াশায় কুণ্ঠিত ময়দানের বুক চিরে
ট্রামগুলি চ'লেছে মাতালের মত
ঘোলাটে চক্ষু মেলে।
দ্রুতধাবিত গাড়ীর অন্তরে
ক্বচিৎ হাস্যোচ্ছ্বাস
প্রৌঢ় গাছগুলিকে ক'রছে উন্মনা।
যাযাবর পাখীদের চলায় এসেছে
সমাপ্তির ইঙ্গিত ;
তখন—
আমি তাদের দেখতে পেলাম।
শান্তির সীতাকে বধ করার জন্য
শৃগালের মত নিঃশব্দ ধূর্ত পায়ে
তারা এগিয়ে চ'লেছে
পরিপূর্ণ হিংসাকে হাতিয়ার ক'রে
তাদের ধূসর চক্ষে
মরুভূমির ঊষরতা
চলার লক্ষ্যকে ক'রেছে স্থির।
আমি চ'মকে উঠলাম।

জটায়ুর মত পক্ষবিস্তার ক'রে
রক্ষা ক'রতে চাইলাম
শান্তির সীতা।
ভগ্নপক্ষ আমি ভূলুণ্ঠিত।
অন্ধকারে পথের ঘাস
তরুণ রক্তে পদ্ম হয়ে ফুটে উঠলো

১৯৭০

সাত দশকের জুয়ারীরা
দেশের পায়ে আশ্বাসের সূতো লাগিয়ে
লোভের ঘুড়ি ওড়াচ্ছে।
এরা ঘুড়ি ওড়াচ্ছে,
রঙিন সূতো টানছে আর ছাড়ছে,
ছাড়ছে আর টানছে।
এ খেলায় এদের বিরাম নেই বিশ্রাম নেই,
গলদঘর্ম রক্তচক্ষু হ'য়ে
এরা নীল আকাশের শান্তিকে
ছিন্নভিন্ন ক'রে চ'লেছে
দিনের পর দিন—বছরের পর বছর।
পরস্পরের ঘুড়িকাটার নেশায়
দিশাহারা দেশ আজ ক্লান্ত, বিমূঢ়।
জনপ্রাণ তাই গণদানবের নখরাঘাতে
ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত।
এই নরমেধযজ্ঞের উলঙ্গ উল্লাসে
করাল বিভীষিকার নিবিড় ছায়া
শকুনের মত ডানা মেলে
নেমে এসেছে বাংলার সোনালী হৃদয়ে।

ক্রুশবিদ্ধ যীশু

অকস্মাৎ বাতি নিভে গিয়ে
নিরবচ্ছিন্ন গতির বুকে ছুঁইয়ে দেয়
স্তব্ধতার ইঙ্গিত,
বিরাট পথসমুদ্রে চলন্ত ট্রামগুলো
দাঁড়িয়ে পড়ে অসীম অবসন্নতায়,
জ্বালামুখী হাঙরের মত ছুটতে থাকে বাস্
শব্দের তরঙ্গ তুলে।
বিদ্যুৎ অসহযোগ
শ্রান্ত যাত্রীদের মুখে এনে দেয়
জ্যামিতিক অভিব্যক্তি,
মন্তব্যের স্ফুলিঙ্গ ওড়ে আকাশে।
হঠাৎ বিপুল অন্ধকার মথিত ক'রে
ভূমিষ্ঠ হয় আর্ত ক্রন্দন
"বাঁচাও,"—
গুহামানবের আদিম আর্তি
ধ্বনিত হয় মানব সভ্যতার তুঙ্গ শিখরে
চলমান পথিকের শ্লথ গতিতে
রেসের ঘোড়ার উন্মাদনা জাগে,

আবদ্ধ যাত্রীদের মুখরতায়
নেমে আসে মহা অরণ্যের নিস্তব্ধতা,
কাল সমুদ্রের ভয়াল গর্জন
মাথা কুটতে থাকে
শীর্ণ পঞ্জরের অভ্যন্তরে।
জাতির পাপের বোঝা মস্তকে ধারণ ক'রে
পথের ধূলায় প'ড়ে থাকে
ক্রুশবিদ্ধ যীশু।

দিশাহারা

তোমাকে ব'লছি—শুনে রাখ অশোক,
বোমাবাজীতে আর ছুরির আঘাতে
বিপ্লব ত্বরান্বিত হয় না—হয় না—
হ'তে পারেনা !!
চিন্তাধারায় যদি বিপ্লব না আসে,
যদি স্বদেশের ঐতিহ্যে
না থাকে কোন শ্রদ্ধা,
যদি পূর্বসূরীদের মস্তক ভূলুণ্ঠিত ক'রে
নতুন পথ দেখাতে হয়,
তবে সেই পথিকদের স্থান লুম্বিনীতে,
জনচিত্তে নয, কখনই নয় !!
ইতিহাসে আগুন ধরানো যায়না বন্ধু,
মীরজাফরকে বাংলা করেনি ক্ষমা।
তাই বিদেশীর পাদুকা মাথায় নিয়ে
যে বিপ্লব আসতে চায়,
হৃদয় দেয় না তাকে স্নেহচ্ছায়া।

শব

স'রে যাও মুকুল,

এত কাছে এসো না।

আমার সর্বদেহে আজ

গলিত শবের বিষাক্ত গন্ধ

বাতাসকে ক'রছে দূষিত।

রাশি রাশি আত্মঘৃণার মাছি

এই মৃত্যুভীত লাসের অন্তরে ব'সে

প্রসব করে চ'লেছে স্থবিরতার কৃমিকীট !

আমি যে কত হেয়, কত তুচ্ছ

তুমি কি তা জান ?

তুমি কি জান—

চলমান জনস্রোতের সামনে

লুটিয়ে পড়ে তাজা প্রাণ

আততায়ীর ছুরিকাঘাতে,

মরণাহত মানবের অন্তিম মিনতি

ডুবে যায় ঘাতকের বোমাবিস্ফোরণে ?

মুকুল, পাষণ্ড আমি

নিজের চোখে দেখেছি

নিষ্ঠুরতার সেই উদ্ধত প্রকাশ।
আমি প্রতিবাদ করি নি,
আমি ধরিনি হিংস্রতার টুঁটি চেপে,
শুধু—তারপরেও—
লাল কাদামাখা পথ দিয়ে
ঘরে ফিরে এসেছি, আমার
প্রত্যহের সওদা নিয়ে।
দুটি মাত্র ইস্পাতের ফলায়
প্রস্তরীভূত হ'ল আমার ন্যায় বোধ,
আমার সততা,
আমার মানবিকতা!
ফিরে যাও, ফিরে যাও মুকুল,
আমি ভীরু, ক্লীব আমি,
আমি নষ্ট মানুষের সন্তান!

তুমিও ?

এই তুষ তুষ গন্ধ মাখা
ভাললাগা ভালবাসা সকালে
অমোঘ মৃত্যুর পরোয়ানা হাতে
এদের সাথে তুমিও এসে দাঁড়ালে ?

তুমিও ?

মনে আছে ?

যখন তুমি আর আমি
ভোরের শিশিরে পায়ের ছাপ ফেলে ফেলে
লাইনের উপর দিয়ে হেঁটে যেতাম
একই গানের কলি বারবার গেয়ে !
সন্ধ্যার হাওয়ায় যখন লাগতো
উদাস বিষণ্ণতা,
রোয়ালের ঝিরিঝিরি পাতা কাঁপতো
থরথরিয়ে,
নদীর কালো জলে পথের আলো
ফুটিয়ে দিতো তারার রোশনাই;
তখন তুমি আর আমি

এই আকাশের তলা থেকেই
ঝাঁপিয়ে প'ড়তাম
উদ্ধত আত্মাজনের দুরন্ত বুকে,—
স্বপ্ন দেখতাম বৈরাগী গোবির
করাল নিঃসঙ্গতা,
হিমালয় ডাকতো হাতছানি দিয়ে !
অসীম আকাশের অনন্ত বিস্তার
আর মন্দ্রিত সাগরের অতল রহস্য
আমাদের ক'রতো উন্মনা ।
আমরা ছিলাম বন্ধু,—একাত্ম !
সেদিন তোমার আর আমার চলার পথে
আদর্শে ধরেনি মতের ফাটল,
কপালে লাগেনি দলের টিকা ;
ভালবাসার হাত ধ'রে
আমরা চলেছি পাশে পাশে ।
এবার বল—
ঘরে ফিরে কি তুমি কাঁদবে.?
তোমার রাত্রি কি বিনিদ্র হবে
শৈশবের কথা ভেবে,
যখন ছিন্নশির ছাগশিশুর
দুরন্ত মৃত্যু আক্ষেপ
তোমার চোখে আনতো জল,

তুমি ছুটে চ'লে যেতে
রক্তাক্ত বধ্যভূমি হতে !
কিন্তু আজ ?
আজ কি হবে বল, বল ?
কেশব, আমি তো সীজার নই,
নেই আমার কোন রাজ্য,
শুধু ভিন্ন স্বপ্ন দেখলাম ব'লে
তুমি কেন ব্রুটাস্ হ'লে !

হুঁশিয়ার

বাংলার হিট্‌লার
তার ফ্যাসি ছুরিকার শাণিত ফলা
সাম্যের খাপে লুকিয়ে
পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে,
এগিয়ে আসছেগোয়েব্‌ল্‌স, গোয়েরিং আর
আইখ্‌ম্যানের দল
দেশদ্রোহী ঝটিকা বাহিনী নিয়ে ;
সাবধান ভাই, হুঁশিয়ার !
গণ বিচারের দোহাই দিয়ে
ব্যাপক হত্যা হবে শুরু,
ব্যক্তিত্ব বিদ্ধ হবে
ঘাতকের ছুরির ফলায় ।
মহা শ্মশানের মত জ্ব'লবে বাংলা,
পুড়বে তার কোমল হৃদয়,
ছাই হ'য়ে যাবে
সূতানুটি গোবিন্দপুরের স্মৃতি
রক্তমুখী চিতার আগুনে ।
সেদিন—

বাংলার কৃষ্টি বিদেশী হারেমে হবে আবদ্ধ,
শান্তি ডুবে যাবে
হিমালয়ের তুষার অরণ্যে।
মুষ্টিমেয় কতকগুলি উন্মাদের হাতে
নির্ভর ক'রবে বেঁচে থাকার মেয়াদ
তোমার আমার সবাকার।
সাবধান, সাবধান ভাই,
হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার!

দর্শক

কতকগুলো আনাড়ি খেলোয়াড়ের হাতে প'ড়ে
দেশটা গড়িয়ে গড়িয়ে শুধু
এদিক ওদিক চ'লেছে ফুটবলের মত,
কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি আজও।
দুদিকের গোলকীপারই
তাদের বুট আর জার্সি সামলাতে ব্যস্ত,
মাঝে মাঝে উত্তেজিত দর্শকদের চীৎকারে
এলোপাথাড়ি কয়েকটা লাথি মেরেই ক্ষান্ত।
তবুও—
আমার চাইতে এরাই বোধহয়
দেশকে ভালবাসে বেশি,
কারণ,
এরা খেলতে নেমেছে,
আর আমি
খেলা দেখছি।

আহ্বান

ছিন্নমস্তা বাংলার রুধিরাক্ত বুকে দাঁড়িয়ে
দেশদ্রোহী হত্যাকারীর দল
পৈশাচিক নৃত্য ক'রে চ'লেছে অট্টহাস্যে।
এদের হাতে রক্ত, মুখে রক্ত,
রক্ত এদের ঘোলাটে চোখে।
মানুষের খুনে লাল করা পর্দায়
দিনের পর দিন এঁকে চ'লেছে
নরমুণ্ডের আল্পনা
এক দুই তিন শত হাজার অসংখ্যে।
আমরা কি ভয় পাবো ?
আমরা কি হেরে যাবো ?
আমরা কি এই গণহত্যা
মাতৃহত্যার নীরব দর্শক হ'য়েই থাকবো ?
রক্তে ভেজা ভূমিতে দাঁড়িয়ে
আমরা কি রুখে উঠবো না
বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ে ?
বন্ধু, প্রস্তুত হও অখণ্ড একাত্মতায় !
দুর্যোগ চিরস্থায়ী নয়,

২

চিরস্থায়ী নয় ভয়ের অন্ধকার।
সকল শক্তিকে সংহত ক'রে
আঘাত করো, আঘাত করো।
দেখবে—
ছিন্ন ভয়ের আঁচল থেকে
খ'সে প'ড়বে পরাশ্রয়ী ক্লীবের
ভীরু জিঘাংসা।

আমি দেখতে চাই

আমার প্রাণের উন্মত্ত ক্রোধ
পুঞ্জীভূত মিথ্যার ডাস্ট্‌বিনে
আগুন ধরাতে চায়,
অকৃতজ্ঞ ভীরুতার বুকে
চায় বিষাক্ত ছোবল হানতে।
আমার হাত
জাগুয়ারের মত নিঃশব্দ গুপ্তঘাতকের
সামাজিক মুখোস ব্যবচ্ছেদ ক'রে
দুরন্ত আক্রোশে দেখতে চায়
কালো চামড়ার অন্তরালে
তারা পীত না শ্বেত!
দেখতে চায়
ভ্রাতৃ হত্যার বিনিময়ে
কোন্ সিংহাসনের
তারা প্রত্যাশী!!

নিষ্ফল

ক্ষুধায় পেট জ্বলছে
বোমার চাষ ক'রলাম,
ইজ্‌মে ইজ্‌মে লড়াই ক'রে
রক্তে হাত পোড়ালাম।
হৃদয়ের আঁধার ঘরে
দীপ জ্বেলে যা খুঁজলাম,
শ্মশানের বহ্ন্যুৎসবে
তাকেই দাহ ক'রলাম।

ছেলেটা

রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে ছেলেটা।
দাঁড়িয়ে থাকে আব সিগার ফোকে ;
রেডিও শোনে আর মেয়েদের দিকে ছুঁড়ে দেয়
অশালীন মন্তব্য—অসহ্য নির্লজ্জতায়।
পুলিস কয়েকবার ধ'রেছিল,
ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'য়েছে।
শুনেছি পলিটিক্যাল দাদারা
সমীহ করেন খুব।
কারণ—
ও দরকার মত বোমা বানায়
প্রয়োজন মত ছোঁড়ে।
ছুরি চালাতে বা পোস্টার মারতে,
ছিন্‌তাই ক'রতে বা সিনেমায় লাইন দিতে
ওর নেই কোন জুড়ি,
সেখানে ও অর্জুনের মতই স্থির লক্ষ্য।
তাই পাড়া বেপাড়ার নেতারা
চাকরীর আশ্বাস দেন প্রায়ই
ভোটে জেতাবার হুজুগ তুলে।

আমরা জান বাঁচিয়ে
মান নিয়ে যেতে যেতে
নীরবে ওর মুণ্ডপাত করি প্রতিনিয়ত।
সেদিন কিন্তু রাস্তার ধারে
পাইপগানের গুলিতে ঝাঁঝরা হ'য়ে যাওয়া
লাসটাকে প'ড়ে থাকতে দেখে
স্তম্ভিত হ'লাম।
এটা আমরা চাইনি—
উত্যক্ত হওয়া সত্বেও না।
শুনলাম
কোন এক দাদার মতবাদ
প্রকাশ্যে সমালোচনা করার
অপ্রকাশ্য ফল এটা।
একে নিয়ে মিছিল বের হয়নি,
হয়নি কোন হরতাল।
সেদিন, শুধু মাত্র সেদিনই প্রথম
ওর জন্যে আমরা চুপি চুপি কেঁদেছিলাম
ওর মাঝে আমাদের সন্তানের
ভবিষ্যৎ নিরীক্ষণ ক'রে।

জনচিত্ত

দৈনিক পত্রটি হাতে নিয়ে
ছাপার অক্ষরে প্রতিদিন দেখি
দেশপ্রেমিকদের গদগদ ভাষণ,
অশ্রুবর্ষণ,
বুকফাটা আর্তনাদ
আর—
বজ্রহুঙ্কার।
এই ক্ষুধার্ত, দুর্বল, অতি ক্লান্ত
ততোধিক নিরীহ
ভ্রাতা ও ভগিনীদের জন্য
প্রতিটি দলের আকুল দীর্ঘশ্বাস।
এদের অযাচিত মঙ্গলের জন্য
পরস্পরের ম্যারাথন প্রতিযোগিতা,
টন টন প্রতিশ্রুতি।
এত দেশাত্মবোধ
আর কর্তব্যনিষ্ঠা,
এত অশ্রু আর বাক্য
পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

আহা !

দেশের মঙ্গলের জন্য
এই যে পারস্পরিক কুৎসা,
এত যে রক্তপাত,
হতভাগ্য মূর্খ জনসাধারণ
তার কিছুই বোঝে না ?
বিকৃতবুদ্ধি সংবাদজীবী শৃগালের দল
এদের পিছনে কেন যে চীৎকার করে
জানিনা !
ওরা কি মনে করে প্রতিটি নেতা
ব্যাঘ্রের দোসর ?
এদের হাতে প'ড়লে
জনতার ভাগ্য
কথামালার বিশেষ গল্পের মত হবে ?
ছি ছি ছি !
কী লজ্জা !
জনচিত্ত বড় দুর্জ্ঞেয় তো !

শান্তি

আমি চাঁদের দেশে যেতে চাই না

শাশ্বতী !

চাইনা মঙ্গল বা শুক্রে অভিযান চালাতে।

দূরের রহস্য অসীমই থাক,

সামনের বালু হ'ক সরস।

আমি কোন মতের ক্রীতদাস নই,

শুধু চাই ঘরের কোণের স্নিগ্ধ প্রদীপ,

কখনও সিনেমা হলের অন্তরঙ্গতায়

তোমার নাজুক হাসি,

আর –

সারাদিনের ক্লান্তির শেষে

নিঃসঙ্গ মধুর ঘুম।

খুকুমণির ছড়া

খুকু ঘুমোলো পাড়া জুড়োলো
কারা এল' গো দেশে,
স্কুল কলেজ সব পুড়িয়ে দিল,
খুকু পড়বে কিসে ?
ট্রামে বাসে ভিড় যে বড়
খুকু উঠতে চায়,
লাইন ছেড়ে ট্রাম পালালো
করি কি উপায় !
বিদ্যাসাগর আশুতোষ আর
রামমোহন রায়
এঁদের নাম ভুলেছে খুকু
যাই ম'রে লজ্জায় ।
এসো খুকু, বোসো খুকু,
কাগজ পড় 'সে—
বাংলাদেশ যে ছেয়ে গেল
শুধুই "চারশ' বিশে" ।
ধান ফুরোল, মাছ মিলাল,
এখন উপায় কি ?
আর কটা দিন সবুর কর
ভোটে জিতে নি ।

রাংতা

জীবন যখন ছিল ফুলের মত
রঙের রেখায় ছিলো না কোনই ফাঁক,
কেন বজ্রসম কঠিন হ'য়ে এলে
মুছলো সকল আঁক।
ওগো নিঠুর, সেই তো সেদিন হ'তে
কালোর মাঝে বুলিয়ে রঙের আলো
ব্যর্থতারে লুকিয়ে বুকের মাঝে
মিথ্যা সাজে নিজেরে দেই লাজ,
সেদিন থেকে আজ।

কামিনী

হন্ হন্ ক'রে সে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল
ছেঁড়া শাড়ীখানা যথাসম্ভব ঊর্ধ্বে তুলে,
পেণ্ডুলামের মত দুলছিল তার শীর্ণ-যৌবন,
শিরাওঠা কালো কালো হাত দুটিতে
অবিমিশ্র সৌন্দর্যহীনতার নগ্ন প্রকাশ।
চার বাড়ীতে দশ থেকে বিশ টাকা বেতনের
ঠিকা ঝি সে।
বাড়ীভাড়া দিয়ে চারটে রেশনের দাম
তার কাছে স্বপ্নবিলাস।
বাজার অগ্নিমূল্য,
উদর অবুঝ,
ওষুধ—দোকানের শোভা বর্ধনের জন্য,
হাসপাতাল তার কাছে
মৃত্যু বিভীষিকা।
তবুও অসুখ হয়,
তবুও গভীর রাত্রে
ফুটে ওঠে সে কামিনী হ'য়ে
কামনার বাহু পাশে।

আমি স্বপ্ন দেখি

লাঙল কাঁধে মাঠে যাই
মৌ মৌ গন্ধে নেশা লাগে,
তিস্তার মত সবুজ ডগায়
ধান উঠেছে মোচার মত ফুলে।
আমি স্বপ্ন দেখি ফুলজান—
তুমি আমাকে ছুঁয়ে যাও ঢেউয়ের মত,
তোমার ধানীরঙের নাকছাবি
কখন যেন হ'য়ে যায় সোনালী ফসল,
তুমি শুয়ে থাক আমার ক্ষেতের মত
ভবিষ্যতের পরিপূর্ণ ইঙ্গিতে।
আমি স্বপ্ন দেখি।
আমি আরো অনে—ক স্বপ্ন দেখি।

সোনালী আশা

একটা সর্বাঙ্গীন ব্যর্থতা
আমাকে নিজের কাছে হেয় ক'রে তুলছে অবিরত।
সেই নিশ্ছিদ্র হতাশার জমাট বাঁধা দেয়াল
আমার সত্বাকে পিষ্ট করার জন্য
চারিদিক থেকে মন্থর গতিতে
এগিয়ে আসছে চলমান বিভীষিকার মত।
আমি জানি আমার নিস্তার নেই,
নেই আমার মুক্তি,
তবু— অসহায় আতঙ্কে অন্তরে বুনে চলেছি
মরীচিকা আশার সোনালী সার্থকতা।

একাত্মতা

রাত গভীর কিন্তু অতল নয়,
তার তরল সময়ের বুকে আবর্ত রচনা ক'রে চ'লেছে
ঝর্ঝরে লরীর মাতাল হুঙ্কার, আর
পাড়ার কুকুরদের প্রাত্যহিক লড়াইয়ের
উন্মত্ত চিৎকার।
অতন্দ্র চোখে এদের অভিশাপ দিতে গিয়ে
থেমে যাই।
দিল্লি-বাংলা, তামাম হিন্দুস্থানই তো আজ
অন্ধকারের মাঝে
এক টুকরো ক্ষমতার রুটি নিয়ে
বীভৎস লড়াইয়ে মেতেছে।
তাদের পারস্পরিক দন্তবিকাশ
এবং লাঙ্গুল আস্ফালনে
হুঙ্কারে ও গর্জনে
ভারতের আকাশ মুখরিত।
মাঝে মাঝে সুদূরের রক্ত চক্ষুর ভয়ে
সাময়িক বিরতি।
নিজেকে সন্ত্রাস্ত কুকুরদেরই একজন মনে ক'রে
তাড়াতাড়ি রাস্তার আত্মীয়দের ক্ষমা ক'রে
এক মহান একাত্মতার আনন্দে আপ্লুত হই।

খাটালের মোষগুলো

শেষ বৈশাখের দুপুর যখন
ক্ষেপে উঠে
চারিদিকে মুঠোমুঠো
আগুন দিচ্ছে ছড়িয়ে,
খাটালের মোষগুলো
তাদের পৃথুল দেহ নিয়ে
সহ্যের পরীক্ষা দিচ্ছে
নিরুপায় অসহায়তায়।
তারা রক্তাভ চোখ মেলে
জাবর কেটেই চ'লেছে,
বৎসগুলি মায়ের দেহের ছায়ায়
খুঁজছে আশ্রয়।
এরা ধৈর্যের পরীক্ষায়
পুরো নম্বর পেয়ে গেছে,
কারণ—
ক্লান্তিতে মাঝে মাঝে ইঞ্জিনের মত
তপ্তনিঃশ্বাস ফেলা ছাড়া
এরা আর কিছুই ক'রতে পারে না।
এরা নিজেদের শক্তি সচেতন নয় ব'লে
স্বীয় রক্তের বিনিময়ে
মালিকের লক্ষ্মীকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে চ'লেছে
স্থায়িত্বের সোনার সিংহাসনে।

ঘুমপাড়ানী গান

আয় ঘুম যায় ঘুম
সারা বাংলা দিয়ে
বাংলা দেশের ছেলেরা ঘুমোয়
কাঁথা মুড়ি দিয়ে।
কাঁথা মুড়ি দেবেনা তো
ক'রবে তারা কী ?
জন্মে থেকে খায়নি তো কেউ
মাছ দুধ ভাত ঘি।
মাছ দুধ ঘি পায়না যখন
সব্জী খেতে চাই,
আকাশ ছোঁয়া দাম হ'ল তার
টাকা কোথায় পাই !
টাকা পয়সা চাও যে যাদু,
স্কুল কলেজে পড়,
বিদ্যা কিছু শিখলে যাদু
তবেই হবে বড়।
স্কুল কলেজে প'ড়তে গিয়ে
ভর্তি হওয়া দায়,

রোগের ওষুধ
বাজার থেকে
উধাও হ'য়ে যায়।
ধার ক'রে সেই ওষুধ যখন
দামে কিনেছি,
রং করা জল পয়সা দিয়ে
বৃথাই খেয়েছি।
সাদা সাদা টাকা গুলি
কালো হ'য়েছে,
চোর কুঠুরীর আঁধার ঘরে
লুকিয়ে র'য়েছে।
চাকরী যদি চাও খোকা মোর
মন্ত্রী চাই যে ভাই,
নিদেন পক্ষে কাকা-মামা
নয়তো চাকরী নাই।
বাংলা মাযের ভঁাড়ার ঘরে
কী যে অভাব এল,
ক্ষিধের জ্বালায় ছেলেগুলো সব
রাগী হ'য়ে গেল।
পেটের জ্বালায় বাছারা মোর
ক'রছে যে মাও মাও,
তাই তো বলি ঘুম পাড়ানী
ঘুম দিয়ে যাও।

পণ্যা

তোমাকে দেখে আমি চঞ্চল হই না,
কারণ,
সুসজ্জিতা বিপণীর মতই
তুমি বহুভোগ্যা।
তোমার দেহের কোণায় কোণায়
যে সুদৃশ্য পণ্য তুমি সাজিয়ে রেখেছো,
উৎসুক ক্রেতাদের দৃষ্টি স্পর্শে
তা মলিন, বিবর্ণ!
অর্থের বিনিময়ে তা কেনবার মত মূর্খ আমি নই,
কিন্তু নিরাপদ ব্যবধানে তোমাকে দেখতে
আমার আপত্তি নেই,
তখন তুমি ছায়াছবির মতই মনোরম,
অবাস্তব হলেও যা সময় কাটাবার পক্ষে
মন্দ নয়।
সেখানে আমি নায়ক না হ'য়েও
নায়কের সাথে একাত্ম।

দেউলিয়া

তোমার স্পর্শ আমার চিত্তে
আর সে উত্তাপ জাগায় না,
দেহ হয়না উন্মত্ত অধীর,
চুম্বন শুধু বিড়ম্বনা সৃষ্টি ক'রে
অনুভূতিকে ক'রে তোলে ক্লেদাক্ত।
প্রেমে যদি শ্রদ্ধা না থাকে
ভালবাসা হারায় ক্ষমা,
যদি দৃষ্টির প্রদীপে স্নেহের আলো না জ্বলে
দেহ দিয়ে তো মনকে যায় না কেনা !
হৃদয় যেখানে রুদ্ধ ক'রেছে দ্বার,
বিশ্বাস হ'য়েছে নিঃস্ব রিক্ত,
দেউলিয়া সেই মন্ত্র বাঁধনে
হাহাকার করে চিত্ত।

আর একটু সময় দিও

ঘড়িতে আড়াইটা বেজেছে।
রাতের প্রান্তরে ধাবমান সময়
অসীম ক্লান্তিতে গেছে থেমে।
আগুনের মত উত্তপ্ত অন্ধকারের সুগভীর অতলতায়
আমি তলিয়ে যাচ্ছি,
আমি হারিয়ে যাচ্ছি জীবনের ব্যাপ্তি থেকে
মরণের সঙ্কীর্ণতায়,
স্মৃতির আলোক হ'তে
বিস্মৃতির অন্তহীন গর্ভে।
আজ তাই লক্ষ কোটি আলোক বর্ষ দূরে
কোয়াসার পাল্‌সারের অবিরাম সঙ্কেত
আমার কাছে একান্তই অর্থহীন।
এই মুহূর্তে তাই মানুষের চন্দ্র বিজয়
আর দিল্লি বাংলার ক্লেদাক্ত কেচ্ছা
বিদায়ী মনকে বাঁধতে পারছেনা
কৌতূহলের সোনালী রশি দিয়ে।
ঊর্ধ্ব গগনে কাল পুরুষের ছায়া এবার
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হ'য়ে

আমাকে আচ্ছাদিত ক'রছে
ঘন তমসার জালে,
তার পদপ্রান্তে লুব্ধকের রক্তচক্ষু
দপ্ দপ্ ক'রে জ্ব'লছে।
আমিত্বের কারাগারে বন্দী
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পরম চৈতন্য
বিলীন হ'য়ে যাচ্ছে জ্যোতির সাগরে।
মরণ লেখনী এবার হৃদযেব নিয়ত ছন্দে
যতি চিহ্ন দেবে।
কিন্তু, তার আগেই
বর্ণহীন আঙ্গুল দিয়ে এখনি বন্ধ কোরোনা
আমার নিদ্রালু দুটি চোখ।
নিবিড় কালিমা স্নাত অনন্ত রাত্রিকে
আর একটু দেখতে দাও ;
ক্ষণিকের তরে
শুধু আর একবার দেখে যেতে দাও
পান্নার মত সবুজ আশ্চর্য এই ধরণীকে।

চিরন্তন

হিমঝরা পৌষের এক ম্লান অপরাহ্নে
সীডার গাছের তলায় দাঁড়িয়ে
তুমি হেসে উঠলে।
সে হাসির ঢেউ পাহাড়ী পথের বাঁকে বাঁকে
ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে মিলিয়ে গেল
সবুজ ছায়ায় আচ্ছন্ন শান্ত আকাশের অন্তরালে,
গণেশ হিমলের বুকে কাঁপতে লাগলো
আগামী রাতের হাওয়া।
আনত সন্ধ্যার অতল গাম্ভীর্যের মাঝে
ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল তোমার ঋজু দেহ
কুয়াশার অন্ধকারে।
চতুর্দ্দিকের এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যের সঙ্গে
তুমি যেন এক হ'য়ে গেলে।
দূরের তিব্বতী গোম্ফা থেকে
ভেসে আসতে লাগলো
সম্মিলিত সান্ধ্যোপাসনার দুর্বোধ্য স্তোত্র।
কী এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় ভীত আমি
আশ্রয় খুঁজলাম তোমার তপ্ত বাহুর আশ্বাসে,
আর সেই মুহূর্ত্তে আমার চেতনা

দিন-রাত-বছরের গণ্ডি পেরিয়ে
আগামী বহু শতাব্দীকে অতিক্রম ক'রে
চ'লে গেল এক
ভীষণ অস্তিত্বহীনতার মাঝে,
যখন
শূন্য নিশ্চিহ্ন হ'য়ে
আলো কালোর বিভেদ দেবে ঘুচিয়ে,
আকাশগঙ্গা হারাবে তার ধারা,
যখন নীহারিকার আশ্লেষ ব্যর্থতায় দীর্ণ হ'য়ে
চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে দেবে তপ্ত শ্বাস,
এই মহাকাশের সীমাহীন বিস্তারে
বায়ুহীন বিভীষিকায়
শুরু হবে কালের তাণ্ডব,
তখন
সেই অনন্ত নৈঃশব্দের মাঝে
বিদেহী আমার অন্তরে
বেজে চলবে তোমার হাসির ডম্বরু
ধ্বংসের সুরে সুরে।

ভেড়ার পাল

ইলেকশনের বাঁশি বাজিয়ে
আমাদের সামনে চ'লেছে
একদল নেকড়ে
প্রতিশ্রুতির অবগুণ্ঠনে
হিংস্র দাঁতগুলি আবৃত ক'রে
তাদের ধাপ্পাবাজীর গানে লেগেছে
দুঃখপাবন সুর।
অনাবিল মিথ্যার যাদুদণ্ডটি
শূন্যে আন্দোলিত ক'রে
তারা সন্ধান দিচ্ছে নতুন দিনের
এক অনির্বচনীয় সবুজ সুখের।
আমরা তাই ভেড়ার পালের মত
আশ্বাসের তৃণ গুচ্ছের লোভে
দল বেঁধে এগিয়ে চ'লেছি
ভবিষ্যতের যূপকাষ্ঠে মাথা পেতে দিতে।
আমরা চ'লেছি একান্ত বিশ্বাসে,
পরম নির্ভরতায়, আগামী দিনের অস্তাচলে।

বিলাস

একখানা ঝকঝকে নিটোল গাড়ি
মসৃণ গতিতে চ'লে গেল
পিছনে ফেলে রেখে
সপ্রশংস ঈর্ষার দীর্ঘশ্বাস।
ট্যাক্সির আশায় বিড়ম্বিত আমি
ব্যাগের ক্ষুদ্র সামর্থকে দেই ধিক্কার।
অফিস বেলার ক'লকাতায়
জীর্ণ বাসের জঠরে স্থান পাওয়া
আর লটারীতে দশলক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখা
আমার কাছে দুটোর রূপই এক।
কল্পনা ক'রতে রোমাঞ্চ হয়
এটুকুই এর লালিত্য।
মহানগরীর বিদীর্ণ বক্ষ মথিত ক'রে
নৃত্যশীল বাসের শব্দিত ছন্দে
চঞ্চল হ'য়ে উঠি,
মুহূর্ত্ত পরে অভেদ্য জনারণ্যের অভ্যন্তরে
নিজেকে আবিষ্কার করে ধন্য হই।

প্রেম

একটু আগে বোমা ফেটেছিলো,
ঝোলান বারান্দায় বারুদের গন্ধে
তখনো তার আগ্নেয় আভাস
উড়ছিলো হেমন্তের রোদে।
বিচলিত অন্তরের এক ক্রুদ্ধ জিজ্ঞাসা
সাপের মত মাথা তুলতেই
তাকিয়ে দেখি
মৌমাছির পাখায়
এক ফোঁটা হলুদ রং,
ধোঁয়ার অন্ধকারে ভালবাসার টিপ।
লক্ষ্য ক'রিনি কখন যেন সে উড়ে এসে
ক্যাকটাসের আহ্বানকে
দিয়েছে স্বীকৃতি,
চঞ্চল ডানায় র'য়ে গেছে তার
উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

দেরি নেই

তখন ঘুঘু ডাকছিল
না দোয়েল দিচ্ছিল শিস্
মনে নেই,
জানিনা শিমূলের রঙে আগুন ধরেছিল কি না !
শুধু জানি হিজিবিজি দাগকাটা মুখে
বুকফাটা কান্না কাঁদছিল এক মা
ছিন্নশির ক্ষতবিক্ষত সন্তানের বুকের উপরে
আছাড় খেয়ে।
কাঁদছিল নিরুপায় ক্ষোভে,
কাঁদছিল মৃত্যুভীত অসহায় সন্তানের
আর্ত্ত মুখ খানা মনে ক'রে।
ভূলুণ্ঠিতা মায়ের সেই মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা
জন্ম দিল এক অবয়বহীন মহাভয়ঙ্কর শক্তির,
যার আণবিক প্রচণ্ডতায়
কেঁপে উঠলো মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চকদের পাথুরে ভিত,
জনসেবার দোহাই দিয়ে
এতদিন যারা আত্মসেবার নির্লজ্জ নমুনা দেখাচ্ছিল
বারংবার।

দেখলাম—তারা ভয় পেয়েছে, তাই
অসংলগ্ন কথার জাল বুনে চ'লেছে বদ্ধ চোখে।
তারা জানে
মায়ের এই রক্তঅশ্রুর জবাব দিতে হবে।
তারা জানে
এ কান্নায় বাংলার ঘরে ঘরে প্রজ্জ্বলিত হবে
ভিসুভিয়সের জ্বলন্ত ক্রোধ।
সেই অগ্নিবর্ষী ঝড়ের দিনে
লাভার মত তপ্ত বিপ্লবের বাণী
কিংবা
রামধূনের ললিত বিস্তার
আর সান্ত্বনা দেবেনা সর্বহারা বাংলাকে,
তাকে শান্ত ক'রবেনা যুক্ত সেবার
মিথ্যা প্রতিশ্রুতি।
জীবন নিয়ে নৃশংস রাজনীতি খেলার
তীব্র অভিযোগ
ধ্বনিত হবে জনতার দরবারে,
ফেটে প'ড়বে জনতার ক্রোধ
আরোপিত অশান্তির অকাট্য প্রমাণে,
ঘৃণার নিষ্ঠীবণ বর্ষিত হবে
বিশ্বাস ঘাতকের নতশিরে।
আমি শুনিনি ঘুঘু ডাকছিল কি না,
শুধু কান পেতে শুনছিলাম আগামী দিনের প্রশ্ন—

'তোমরা মনুষ্যত্ব থেকে কত দূরে,
এবং পশুত্বের কোন স্তরে ?'
মাগো ! আর কেঁদনা !
তোমার সন্তান হত্যার কৈফিয়ৎ আমরা নেব
গদিশিকারী জহ্লাদদের মুখ থেকে ।
জনতার দরবারে হবে
জনসেবকের নিখুঁত বিচার ।
আর দেরি নেই ।